এক ঝলক

নাম চুরি মামলা

■ **স্টাফ রিপোর্টার:** বিস্কুটের নাম চুরির অভিযোগ! আপাতত ‘কপিরাইট’ আইনের জটে বিস্কুট প্রস্তুতকারক সংস্থা পার্লের ‘টপ গোল্ড স্টার’ নামে চালু বিস্কুট বাজারজাত, বিক্রি ও বিপণনের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। অপর বিস্কুট প্রস্তুতকারক সংস্থা বিস্ক ফার্মের আবেদনের ভিত্তিতে একপক্ষর শুনানিতে এই স্থগিতদেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও। আগামী ২৭ আগস্ট পর্যন্ত এই নির্দেশ বহাল থাকবে। সোমবার বিস্ক ফার্মের তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশের কথা প্রকাশ করা হয়েছে। আদালতে বিস্ক ফার্মের অভিযোগ, ২০০৫ সালেই তারা ‘টপ গোল্ড’ নামে বিস্কুট বাজারজাত করে। সেই সময়ে এই ‘টপ গোল্ড’ নামের উপর কপিরাইট সংক্রান্ত আইনি অধিকার তারা নিয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, সম্প্রতি পার্লে সংস্থা এই নাম ব্যবহার করে নতুন একপ্রকার বিস্কুট বাজারে এনেছে। বিস্ক ফার্মের দাবি, এই নামে যেহেতু তাদের কপিরাইট আছে তাই অন্য সংস্থা তা ব্যবহার করতে পারে না।

বাড়ল নিরাপত্তা

■ **স্টাফ রিপোর্টার:** বাড়ল কলকাতায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনের নিরাপত্তা। বাংলাদেশে অশান্তির জেরে সোমবার বিকেল থেকেই কড়োয়া এলাকায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনের নিরাপত্তা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয় লালবাজার। লালবাজারের সূত্র জানিয়েছে, সেইমতো এদিন বিকেলে ডেপুটি হাই কমিশনের সুরক্ষার জন্য মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত ২০ জন পুলিশকর্মী ও আধিকারিক। একই সঙ্গে বাড়ানো হচ্ছে ওই অঞ্চলের সিসিটিভির সংখ্যাও। কলকাতার গোয়েন্দা দফতরকেও বিশেষভাবে সতর্ক করা হচ্ছে। গোয়েন্দাদের বিশেষ টিমও রাখছে নজরদারি। কোনও মিছিল যদি হাই কমিশনের দিকে আসে, তা অনেকটাই দূরে রুখে দেওয়া হবে। এ ছাড়াও যাতে অযাচিত কোনও ব্যক্তি ডেপুটি হাই কমিশনের আশপাশে ঘোরাঘুরি না করে, সেই ব্যাপারে সতর্ক হয়েছেন গোয়েন্দারা। এ ছাড়াও শহরের হোটেলগুলির উপর বিশেষ নজরদারি রাখা শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

কালা দিবস

■ **স্টাফ রিপোর্টার:** আগামিকাল ৭ আগস্ট কালা দিবস পালন করবেন ট্যাক্সিচালকরা। এআইটিইউসি অনুমোদিত ট্যাক্সি ও ক্যাব চালকরা এদিন দুপুরে মৌলালি মোড়ে বিক্ষাভ সমাবেশ করবেন। সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, পুলিশি হয়রানি এবং পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা প্রত্যাহারের দাবিতে ২০১৪ সালের এই দিনে মহামিছিল বের করেন ট্যাক্সিচালকরা। পুলিশ মিছিল আটকায়, পুলিশের লাঠির আঘাতে কয়েকজন জখম হন এবং বেশ কয়েকজনকে মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেফতার করা হয়। মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হবে সমাবেশ থেকে। ওইদিন ধিক্কার এবং কালা দিবস পালন হবে। ফলে রাস্তায় ট্যাক্সি এবং ক্যাবের সংখ্যা কম থাকবে। তাঁদের কথায়, প্রতিবছরই ৭ আগস্ট তাঁরা কালা দিবস হিসাবে পালন করেন। এবছর ১০ বছর পূরণ হচ্ছে। তাই বড় করে সমাবেশ হবে। সংগঠনের আহ্বায়ক নওয়ালকিশোর শ্রীবাস্তব বলেন, ‘‘১০ বছর আগে পুলিশ আমাদের শান্তিপূর্ণ মিছিল আটকে মিথ্যে মামলা দিয়েছিল। পুলিশ ট্যাক্সিচালকদের উপর হামলা চালায়। অনেকে জখম হয়েছিলেন। এই দিন তাই আমরা কালাদিবস হিসাবে পালন করি।’’

দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেলওয়ে

সংশোধনী

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং- ই-আর-টি-৪৮-২৪-২৫
কিছু প্রশাসনিক কারণের জন্য উপরিল্লিখিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বন্ধের তারিখ ২২.০৮.২০২৪ সংশোধিত হয়েছে। পূর্বে প্রকাশিত উল্লিখিতের বিশদ টেন্ডার মূল্য : ₹ ২,২৯,১৫,৩৫০/-, বায়নার অর্থাংক : ₹ ২,৬৪,৬০০/-,
এই বিশদগুলি সংশোধিত হয়েছে এবং নিম্নরূপ পড়তে হবে :
টেন্ডার মূল্য : ₹ ২,৫৯,৬৩,৭৪৮/-
বায়নার অর্থাংক : ₹ ২,৭৯,৮০০/-
অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। বিশদ পাওয়া যাবে আমাদের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**

ডিভিসন্যাল ইঞ্জিনিয়ার-২
এস.ই.সি.আর., রায়পুর
PR/R/ENGG/PC/99
South East Central Railway @secrail

রাজারহাটে প্রকাশ্য রাস্তায়

ব্যাঙ্ককর্মীকে কুপিয়ে খুন, আত্মসমর্পণ দুষ্কৃতীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিধাননগর: রাজারহাটে প্রকাশ্যে একটি বেসরকারি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কর্মচারীকে ছুরির এলোপাথাড়ি কোপে খুন। সোমবার বিকেল ৪টে ৫ মিনিট নাগাদ দিনের আলোয় ধারালো অস্ত্রের আঘাতে যুবকের পেট, কোমর, হাত, পিঠসহ শরীরের একাধিক জায়গা ক্ষতবিক্ষত হয়। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে কংক্রিটের রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন ব্যাঙ্ক কর্মী। রাস্তায় যুবকের আর্তনাদ দেখে বাসিন্দারা অনেকেই ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসেন। তাঁদের চিৎকার শুনে ধারালো ছুরিটি ফেলে পালিয়ে যায় দুস্কৃতী। রক্তাক্ত অবস্থায় যুবককে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলেও রক্ষা হয়নি। পুলিশ ও চিকিৎসক সূত্রে খবর, শরীরে ব্যাপক রক্তক্ষরণের জেরে ব্যাঙ্ক কর্মচারীর মৃত্যু হয়। মৃতের নাম প্রসূন বিশ্বাস (৩০)। বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্তবর্তী বনগাঁয়। যুবক রাজারহাট ৯১ রোড লাগোয়া পূর্ব কাজিয়াল পাড়া গীতশ্রী সিনেমা হলের পাশে গলিতে বেসরকারি ব্যাঙ্কের ঋণপ্রদান শাখায় কাজ করতেন। রাতে অফিসের সামনেই একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন।

রাজারহাট থানার কার্যত ঢিলছোড়া দূরত্বে অবস্থিত ওই ব্যাঙ্কিং শাখাটি। ঘটনার পর খুনি নিজে রাজারহাট থানা পুলিশের কাছে হাজির হয়ে আত্মসমর্পণ করে। অভিযুক্ত যুবক রাইগাছির বাসিন্দা মহম্মদ কবীর। তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি খুনে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্রটি উদ্ধার-সহ ঘটনাস্থল থেকে নানা নমুনা সংগ্রহ করেছে পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জেনেছে, অভিযুক্ত যুবক ঋণ প্রদানকারী ওই ব্যাঙ্কিং শাখার গ্রাহক। সংস্থা থেকে তিনি একটি মোটা অঙ্কের লোন নিয়েছিলেন। প্রতি সপ্তাহে তার কিস্তিও মেটাতেন। বর্তমানে তা শেষ পর্যায়ে। সম্প্রতি কবীর কয়েকটি কিস্তি শোধ করতে পারেননি। যা নিয়ে ঋণ প্রদানকারী সংস্থার সঙ্গে কবীরের বিবাদ লেগেছিল। টাকা মেটানো নিয়ে কবীরকে নানাভাবে চাপ দিতে থাকে সংস্থার ম্যানেজার প্রসূন। অভিযোগ, সেই সমস্যা নিয়ে কবীরকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালিও করেন প্রসূন। শুধু কি সেই আক্রোশেই ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে পরিকল্পনা মাফিক খুন? না কি পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে। সেই উত্তর খুঁজছে পুলিশ। বিধাননগরের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (নিউটাউন) মানব শ্রিংলা বলেন, ‘‘খুনের ঘটনায় জোর তদন্ত শুরু হয়েছে।’’

ডুমুরজলার আবাসন

পরপর ডাকাতি তিন ফ্ল্যাটে

স্টাফ রিপোর্টার, হাওড়া: ডুমুরজলার কলাবাগান এলাকার পর এবার কালীবাবুর বাজার এলাকায় রাজবল্লভ সাহা লেনে গভীর রাতে একটি অভিজাত আবাসনের তিনটি তলার তিনটি ফ্ল্যাটের লক ভেঙে লক্ষাধিক নগদ টাকা ও লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়না চুরি করে চম্পট দিল তিন দুষ্কৃতী। তিন যুবক একটি মোটরবাইকে চেপে এই দুঃসাহসিক চুরি করে। গোটা ঘটনা ধরা পড়েছে সিসি ক্যামেরায়। ডুমুরজলার একটি বাড়িতেও সপ্তাহখানেক আগে বিকেলবেলা একই কায়দায় তিন যুবক একটি বাইকে চেপে এসে দুঃসাহসিক চুরি করে। সেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দারা। আর এর মধ্যেই রাজবল্লভ সাহা লেনের এই ঘটনা। তাই ওই যুবকরাই রবিবার রাতে রাজবল্লভ সাহা লেনের আবাসনে ঢুকে চুরি করেছে কি না তা দুটি ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত করছে পুলিশ। হাওড়া শহরজুড়ে কোনও একটি বিশেষ গ্যাং এই চুরি করছে কি না তাও খতিয়ে দেখছেন হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দারা।

রবিবার গভীর রাতে সাড়ে ৩টে নাগাদ তিন যুবক ৪৩ নম্বর রাজবল্লভ সাহা লেনের ওই অভিজাত আবাসনটিতে একটি বাইকে চেপে আসে। প্রথমে তারা আবাসনের মূল গেটের তালা ভাঙে। ওই আবাসনে কোনও নিরাপত্তারক্ষী নেই। আবাসনটিতে তিনটি টাওয়ার রয়েছে। প্রথমে আবাসনের লবি দিয়ে হেঁটে তিন দুষ্কৃতী একতলায় ঢোকে। সেখানে হাওড়া পুরসভার কর্মী শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তির ফ্ল্যাটের তালা ভেঙে তার ফ্ল্যাটে ঢোকে। তার পর ফ্ল্যাটের ভিতরে আলমারির লক ভেঙে নগদ ২৫ হাজার টাকা ও একটি সোনার চেন নেয়। রবিবার রাতে শিবব্রতবাবু ফ্ল্যাটে ছিলেন না। তিনি ওই ফ্ল্যাটে একাই থাকেন। এর পর তিন দুষ্কৃতী ওই আবাসনের পাঁচ তলায় ওঠে। সেখানে অভিজিৎ সাউ নামে এক ব্যক্তির ফ্ল্যাটের দরজার তালা ভেঙে সেখান থেকেও কিছু নগদ টাকা ও গয়না নেয়। শিবব্রতবাবুর মতো অভিজিৎবাবুও রবিবার রাতে ফ্ল্যাটে ছিলেন না। এর পর ছ তলায় উঠে দুষ্কৃতীরা প্রমোদ কদম নামে অপর এক ব্যক্তির ফ্ল্যাটের দরজার লক একই কায়দায় ভেঙে ফ্ল্যাটে ঢুকে আলমারি ভেঙে সেখান থেকে নগদ প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ও ১৫ ভরি সোনার গয়না নিয়ে ওই বাইকে চেপেই চম্পট দেয়।

বেলঘরিয়ার রথতলায়

ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি, গ্রেপ্তার শুটার

স্টাফ রিপোর্টার, বারাকপুর: বেলঘরিয়ার রথতলায় বারাকপুরের ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডলের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানো ঘটনার তদন্তের কিনারা করল পুলিশ। অবশেষে গ্রেপ্তার করা হল শুটারকে। তার নাম উত্তম প্রসাদ, বাড়ি ঝাড়খণ্ডের ডালটনগঞ্জ জেলার চয়নপুর থানা এলাকায়। মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের বিশেষ টিম। সোমবার তাকে বারাকপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে ১০দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। শুটারকে গ্রেপ্তারের পর ধৃতের সংখ্যা দাঁড়াল মোট আট। আরও চারজন এই ঘটনায় জড়িত রয়েছে। তারা বর্তমানে জেল হেফাজতে রয়েছে। তাদেরও খুব শীঘ্রই বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট নিজেদের হেফাজতে নেবে বলেই জানা গিয়েছে। গোটা ঘটনা প্রসঙ্গে এদিন বারাকপুর কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার আলোক রাজোরিয়া জানিয়েছেন, ব্যবসায়ীর গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানোর প্রথমে বিহারের সমস্তিপুর থেকে যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তারা ঘটনার পরের দিন অজয় মণ্ডলকে ফোন করে হুমকি দিয়েছিল। তারপর আলতাফ রাজা ও সাহিল সিংকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তারা বিহার থেকে দুটি বাইক, আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গুলি নিয়ে এসেছিল রোশন যাদবের নির্দেশে। রোশন যাদবকেও বিহারের বেউর জেল থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। সে অজয় মণ্ডল ও আরেক ব্যবসায়ী তাপস ভকত দুজনকেই হুমকির দিয়েছিল বলেই অভিযোগ। সুবোধ সিংকেও বেউর জেল থেকে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, সে পুরো ঘটনা সংগঠিত করিয়েছে। মোটিভ ছিল ব্যবসায়ীকে হুমকি দিয়ে টাকা নেওয়া। তাকে জেরা করে জানা যায়, উত্তম প্রসাদের কাছে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। সে-ই ব্যবসায়ীর গাড়ি লক্ষ্য করে ছয় রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল। বাইক চালাচ্ছিল ডালটনগঞ্জের বাসিন্দা ঋশু কুমার পাণ্ডে। নাকা চেকিংয়ে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ তাকে ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেপ্তার করেছে সেখানকার পুলিশ। বর্তমানে সে জেলে আছে। তাকেও নিয়ে আসা হবে। আরও দুজন অন্য একটি বাইক নিয়ে এসেছিল। তাদের নাম বিবেক ও পঙ্কজ শর্মা, দুজনেরই বাড়ি ডালটনগঞ্জ থানা। শশীভূষণ প্রসাদ নামে আরেকজন সকলকে নিয়ে এসে অপরাধ সংগঠিত করিয়েছিল। গত ২৮ জুন রাচিতে সোনার দোকানে আনুমানিক দেড় কোটি টাকার ডাকাতি হয়েছিল। সেই ডাকাতির ঘটনায় এই তিনজনই বর্তমানে রাচি জেলে আছে। তাদের নিয়ে আসারও প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অভিযুক্ত সকলেই অজয় মণ্ডলের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানো আগে বালি থানা এলাকায় ঘরভাড়া নিয়ে ছিল। সেখানে বিল্লা বলে একজন থাকত, রান্না করত। শুট আউটের ঘটনার পর ১৮ জুন সে খুন হয়। ডালটনগঞ্জ থানায় সেই মামলা চলছে।

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP GOVERNMENT OF INDIA
Skill India
কৌশল भारत - कुशल भारत

ভারত সরকার
স্কিল ডেভেলপমেন্ট ও এন্টারপ্রেনিওরশিপ মন্ত্রক

ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং (এনসিভিইটি), নিউ দিল্লিতে (অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল অফ মিনিস্ট্রি অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রিনিউরশীপ -এর অধীনে একটি অ-বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ) চেয়ারপার্সন পদের জন্য আবেদন আহ্বান করা হয়েছে।

যোগ্যতার মানদণ্ড, নির্ধারিত প্রোফর্মা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সহ বিস্তারিত বিজ্ঞাপন মন্ত্রকের ওয়েবসাইট (http.//www.msde.qov.in) -এ উপলব্ধ আছে। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত ফরম্যাট অনুযায়ী তাদের সম্পূর্ণ আবেদন ইমেইল eecopo1-msde@gov.in -এর মাধ্যমে জয়েন্ট ডিরেক্টরের কাছে (ই অ্যান্ড পি উইং) অথবা পোস্টের মাধ্যমে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ বা তার আগে বিকাল ৫:৩০ টার মধ্যে পাঠিয়ে দিন।

স্বা/-
যুগ্ম পরিচালক
মিনিস্ট্রি অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রিনিউরশিপ

স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ০৫.০৮.২০২৪

cbc 63101/11/0004/2425

পদ্মাপাড়ে জ্বলছে আগুন, প্রভাব পড়ছে একাধিক ক্ষেত্রে

বুকিং নেই হোটেলে, উদ্বেগে সদর স্ট্রিটও

স্টাফ রিপোর্টার: প্রায় দুমাস ধরে বাংলাদেশে চলা আন্দোলনের জেরে ট্রাভেল ও হোটেল ব্যবসা জোর ধাক্কা খেয়েছে। একের পর এক বাসের বুকিং বাতিল করতে হয়েছে। হাসিনা সরকারের পতনে পর ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তগুলি সিল করে হয়েছে। বাতিল হয়েছে উড়ান। নিউ মার্কেট এলাকায় হোটেল ও টুর-ট্রাভেল ব্যবসায়ীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ আরও বাড়ছে। বাস ও উড়ানের অগ্রিম টিকিটের টাকা চেয়ে একের পর এক ফোন আসছে ট্রাভেল এজেন্সিগুলির কাছে।

শুনশান সদর স্ট্রিট। সোমবার দুপুরে। —অরিজিৎ সাহা

সারা বছরই বাংলাদেশ থেকে প্রচুর নাগরিক ভারতে আসেন। অধিকাংশ আসেন চিকিৎসা করাতে। বাকি ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজে ও ভ্রমণের জন্য। বাংলাদেশিরা এদেশে এলে তাঁদের ঠিকানা হয়ে ওঠে নিউমার্কেট এলাকার সদর স্ট্রিট, মারকুইস স্ট্রিট। এখানে হোটেল, পরিবহণ ব্যবসা পুরোটাই বাংলাদেশি রোগী ও পর্যটকদের উপরই নির্ভর করে চলছে। হঠাৎ করে বাংলাদেশে পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠা ও হাসিনা সরকারের পদত্যাগের আঁচ এসে পড়েছে মারকুইস স্ট্রিট, সদর স্ট্রিটে। সদর স্ট্রিটে বেঙ্গল ট্রাভেল সার্ভিস-এর প্রোপ্রাইটার মহম্মদ নাসিম বলেন, বাংলাদেশিদের উপর নির্ভর করে চলে আমাদের ব্যবসা। সে দেশে আন্দোলন শুরু হতেই টিকিট বুকিং কমে গিয়েছিল। অনেকে অগ্রিম বুকিং করেও বাতিল করে দিয়েছে। প্রায় ৬০ শতাংশ ব্যবসা মার খেয়েছে। পর্যটক বুকিং তো একদমই ছিল না। বাংলাদেশি রোগীদের জন্য কিছু বুকিং হচ্ছিল। কিন্তু এখন সে দেশের সঙ্গে সব যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাস, উড়ান সব বাতিল করা হয়েছে অনির্দিষ্টকালের জন্য। রোগীদের উপর নির্ভর করে যেটুকু বব্যসা চলছিল, সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। এখন কতদিন এই পরিস্থিতি চলবে জানি না। ততদিনে ব্যবসার ব্যাপক ক্ষতি হবে।

মারকুইস স্ট্রিটে শ্যামলী পরিবহণের শাখায় বসেছিলেন কর্মচারী সুব্রত। তিনি বলেন, ‘‘ওপারে পরিস্থিতি জটিল হতেই বাসের বুকিং বাতিল করতে হয়েছিল। হাসিনা সরকারের ইস্তফার পর ভেবেছিলাম পরিস্থিতি শান্ত হয়ে যাবে। পুনরায় স্বাভাবিক পরিষেবা দেওয়া যাবে। কিন্তু এখন বর্ডার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বুকিংয়ের টাকা ফেরত চেয়ে যাত্রীদের ফোন সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।’’

সদর স্ট্রিটের হোটেলের রিসেপশনিস্ট বাপন মাইতি বলেন, প্রায় দেড় মাস ধরে ব্যবসা মন্দা চলছে। জুন মাসে তবু কিছু বুকিং ছিল। জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে কোনও বুকিং হয়নি। কতদিন এরকম চলবে জানি না।

চিকিৎসা করাতে এসে কলকাতায় আটকে ছিলেন বহু বাংলাদেশি। হাসিনার পদত্যাগের পর দেশে ফিরতে অনেকেই তড়িঘড়ি হোটেল ছাড়তে লাগেন। বর্ডার সিল হয়ে যাওয়ায় চিকিৎসা করাতে আসা বাংলাদেশিরা বিপাকে পড়েছেন। অসুস্থ মাকে নিয়ে খুলনা থেকে চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন নায়েজ মোরশেদ। আজ, মঙ্গলবার তাঁর ফেরার টিকিট। দিন চারেক আগে কলকাতায় আসেন। তিনি বলেন, আন্দোলনের জেরে বাসে আসার সময় খুলনায় ভোগান্তি পোহাতে হয়েছিল। অনেক কষ্ট করে কলকাতায় পৌঁছই। মঙ্গলবার ফেরার টিকিট রয়েছে। এখন শুনছি সীমান্ত সিল করে দেওয়া হয়েছে। দেশে ফেরাটাই এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আর এক বাংলাদেশি বলেন, হাতে যা টাকা রয়েছে তা দিয়ে দু-তিনদিন চলে যাবে। তারপর কী হবে জানি না।

প্রভাব উড়ান, ট্রেনেও

স্থল পরিবহণ বাতিল ভারত বাংলাদেশের

স্টাফ রিপোর্টার: বাংলাদেশে সেনা অভ্যুত্থানের পরিস্থিতিতে ভারত থেকে বাংলাদেশ সমস্ত রকমের পরিবহণ বন্ধ করে দেওয়া হল। উল্লেখ্য, স্থলপথে বাণিজ্যিক পরিবহণ বেশ কয়েকদিন ধরেই বন্ধ ছিল। এবার তার সঙ্গে যুক্ত হল বিমান, বাস, রেল পরিবহণ। সোমবার বিকেল থেকে সমস্ত ধরনের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তে নিরাপত্তা আঁটসাঁট করল বিএসএফ। এদিন বিকেল ৩.২০ মিনিট নাগাদ বাংলাদেশের সঙ্গে আমদানি-রপ্তানির কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয় মালদা জেলার মহদিপুর সীমান্ত দিয়ে। সীমান্ত এলাকা বরাবর কড়া নজরদারি শুরু করে বিএসএফ। কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়েও ভারত-বাংলাদেশ ও ভুটান-বাংলাদেশের মধ্যে পণ্য পরিবহণ বন্ধ হয়ে যায় সোমবার। বর্তমান পরিস্থিতিতে দুই দেশের মধ্যে পণ্যপরিবহণকারী মালগাড়িও না চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশ ছাড়ার পরই বুধবার পর্যন্ত দুই বাংলার যোগাযোগকারী ট্রেন মৈত্রী এক্সপ্রেস ও বন্ধন এক্সপ্রেসের বাতিলের দিন বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় রেল। পূর্ব রেল জানিয়েছে, বাংলাদেশ রেল থেকে বার্তা পাওয়ার পরই বাতিলের দিন বাড়ানো হয়েছে ৭ আগস্ট পর্যন্ত। বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির জন্য দুসপ্তাহের বেশি সময় ধরে মৈত্রী ও বন্ধন এক্সপ্রেস দুটি ট্রেনই লাগাতার বাতিল করা হচ্ছিল। এবার তা আরও বাড়ানো হল। ১৯ জুলাই খুলনাগামী বন্ধন এক্সপ্রেসে যাত্রা করছিলেন ২৯৬ জন বাংলাদেশি যাত্রী। ওই ট্রেনে ভারতীয় যাত্রী ছিলেন সাকুল্যে দুজন। তবে সোমবার বিকেল পর্যন্ত রেল পুলিশ ও বিএসএফের মধ্যে কোনওরকম আলোচনা না হওয়ায় দুই চব্বিশ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও মালদহের উপর দিয়ে চলাচলকারী ট্রেনগুলিতে বাড়তি কোনওরকম পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেয়নি রেল পুলিশ বা আরপিএফ।

ওপারে আগুন, ঘুম নেই এপারেও

নিজস্ব সংবাদদাতা, তেহট্ট: এই মুহূর্তে অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ, দেশছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সেই খবরে অশনি সংকেত আঁচ করে আতঙ্কিত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কাঁটাতার সংলগ্ন ভাটুপাড়া গ্রামের মানুষ। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দেশ ছাড়ার পরেই আগের তুলনায় বেড়েছে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নজরদারি। কাঁটাতার বরাবর সীমান্তের রাস্তায় আগের থেকে বেশি যাতায়াত করছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর গাড়ি। গ্রামের মধ্যে ইতস্তত জটলা, আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ নিয়ে। গ্রামবাসীদের মুখে বলতে শোনা যায় আমাদের রক্ষা করবে বিএসএফ। ভাটুপাড়া ছাড়াও আতঙ্কিত তেহট্ট মহকুমার সীমান্তবর্তী এলাকার গ্রামগুলোর সাধারণ মানুষ। সকলের কথাতেই প্রশ্নবোধক চিহ্ন, আবার কি তাহলে ৭১-এর স্মৃতি ফিরে আসছে। সীমান্তবর্তী এলাকার অনেক পরিবারেরই আত্মীয়স্বজন রয়ে গিয়েছে ওপার বাংলায়, তারা কোথায় কী অবস্থায় আছে সেই খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করছে অনেকেই।

গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিদের কথায় ভাটুপাড়া গ্রামটি কাঁটাতার ঘেঁষা হলেও এখনও পর্যন্ত আমাদের কোনও সমস্যা হয়নি, গ্রামের মধ্যেই রয়েছে বিএসএফের বড় ক্যাম্প, এই ক্যাম্পের জওয়ানরাই আমাদের পাহারাদার, এই বিএসএফ ভাইদের জন্যই আমরা নিরাপদে আছি, রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারছি। যদি কোনও বিপদ আসে আশা করি বিএসএফ আমাদের বুক আগলে রক্ষা করবে।

গ্রামের যুবক মানবেন্দ্র দাসবৈরাগ্য জানান, সংবাদ মাধ্যমের দৌলতে জানতে পারলাম বাংলাদেশের ভয়ানক পরিস্থিতির কথা, পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে, দেশের প্রধানমন্ত্রীকেও দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে, যে কারণে প্রতিবেশী দেশের ঢিলছোড়া দূরত্বে বসবাস করার কারণে আতঙ্কবোধ করছি। যদি কোনও বিপদ আসে বিএসএফ আমাদের রক্ষা করবে।

গ্রামের কলেজ-ছাত্রী মিষ্টু ঘোষ জানান, এই মুহূর্তে বাংলাদেশে ভয়ানক পরিস্থিতি চলছে, দেশের প্রধানমন্ত্রীকেও দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে, এই মুহূর্তে বাংলাদেশে অগ্নিগর্ভ অবস্থা, যে কারণে সীমান্তের রাস্তায় বিএসএফের গাড়ির আনাগোনা বেশি নজরে পড়ছে, সীমান্তে আগের চাইতে বাড়ানো হয়েছে বিএসএফের টহলদারি। এই সমস্ত দেখে আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি আমরা।

ছোটবেলায় ভারত বাংলাদেশ বলে কোন তফাত বুঝতাম না, আমাদের ভাষা আচার-আচরণ সমস্ত কিছুই এক, কাঁটাতারের বেড়া আমাদের আলাদা করে রেখেছে। এই ঘটনার জেরে যদি কোনও বিপদ আসে বিএসএফ আমাদের রক্ষা করবে। তারাই আমাদের গ্রামকে প্রাচীরের মতো ঘিরে রেখে রক্ষা করবে।

গড় আয়ু বাড়ছে, কমছে জন্মহার

স্টাফ রিপোর্টার: বর্তমানে দেখা যাচ্ছে এদেশে তথা এ রাজ্যে বয়স্কদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। আসলে মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে কিন্তু অন্যদিকে কমছে জন্মহার। সারা দেশের নিরিখে ২০০০ সালে জন্মহার ছিল ৩.৩৫ শতাংশ, এখন তা কমে দাঁড়িয়ে ২.১১২ শতাংশ। সংখ্যার নিরিখে কম মনে হলেও মোট জনসংখ্যার প্রেক্ষিতে সংখ্যাটা চোখ কপালে ওঠার মতোই। আরও চিন্তার কথা, এরাজ্যে বর্তমান জন্মহার দাঁড়িয়েছে ১.২ শতাংশ। সম্প্রতি ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভিসের রিপোর্টে এই তথ্যই প্রকাশিত হয়েছে।

সন্তানহীনতা আজকের প্রজন্মের একটি অন্যতম সমস্যা। আশঙ্কাও বটে। এ ব্যাপারে সচেতনতা বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছেন একদল ইনফার্টিলিটি চিকিৎসক ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। সম্প্রতি একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

বর্তমান প্রজন্মের দেরিতে বিয়ে করা ও তারপর ৩২-৩৫ বছর বয়স পেরিয়ে সন্তান নেওয়ার ভাবনাই এই শঙ্কা ডেকে আনছে। কেরিয়ার সামলে যখন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন একজন মহিলা তখন দেখা যাচ্ছে ততদিনে তাঁর উন্নতমানের ডিম্বাণুর সংখ্যা কমে গিয়েছে। এই ঘাটতির অন্যতম কারণ অতিরিক্ত মানসিক চাপ, অতিরিক্ত তাপমাত্রা, দূষণ, খাবারে মেশানো রং, কেমিক্যাল। এগুলিই বন্ধ্যত্বের পিছনে সবচেয়ে দায়ী— জানান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সৃষ্টি আইভিএফ সেন্টারের অধিকর্তা ডা. সুদীপ বসু। তিনি আরও বলেন, এ ব্যাপারে মহিলারা একেবারেই সচেতন নন। নিত্য দেখা যায় অসংখ্য রোগী আসেন যাঁরা জানেনেই না এমন বন্ধ্যত্বজনিত সমস্যার ব্যাপারে। যখন শোনেন তার পর হয়তো বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই অনেকটা দেরি হয়ে যায় সমস্যা প্রতিহত করার ক্ষেত্রে। গাইনোকলজিস্ট দেখিয়েও আশানুরূপ রেজাল্ট পান না। তাই সকল মহিলাই ত্রিশ বছর বয়সের সন্তান নেওয়ার কোনও পরিকল্পনা না থাকলেও সাধারণ হেলথ চেকআপের মতোই গাইনোকলজিক্যাল চেকআপ করা জরুরি। আগে থেকে জানা দরকার ভাল ডিম্বাণুর সংখ্যা কত আছে। স্বাভাবিক নিয়মে একাধিকবার চেষ্টা করার পর সন্তানধারণ করতে অক্ষম হলে সরাসরি ইনফার্টিলিটি স্পেশালিস্টের কাছে যাওয়া জরুরি। এ ক্ষেত্রে সময়ে চিকিৎসা শুরু করাটা খুব দরকার।

এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার পাওয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডা. দীপ্যমান গঙ্গোপাধ্যায়।

এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার পাওয়া চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডা. দীপ্যমান গঙ্গোপাধ্যায়। সভ্যতার উন্নতির যে সব কুফল, সে মানুষের খাদ্যাভ্যাসের সমস্যাই হোক বা পরিবেশের তাপমাত্রার হেরফের কিংবা খাদ্য-জলে মিশে যাওয়া মাইক্রোপ্লাস্টিক - এই ধরনের বিষয়ও বন্ধ্যত্বজনিত সমস্যার ক্ষেত্রে দায়ী হতে পারে বলে মনে করেন তিনি।

জীবনযাপনের পরিবর্তন মহিলাদের হরমোনের তারতম্য ডেকে আনে, টিউব ব্লক, সিস্টের সমস্যা থেকেই ধীরে ধীরে একজন বন্ধ্যত্বের দিকে যান। তাই সময়ে সচেতন হলে ব্লাড টেস্ট, আল্ট্রাসাউন্ড, প্যাপস স্মেয়ার করে সচেতন হওয়া সম্ভব। এছাড়া এখন অনেক উন্নত পদ্ধতিতে আইভিএফ সফল হচ্ছে। তবে সবই কার্যকর যদি সময়ে চিকিৎসা শুরু করা যায়। খরচও এখন আয়ত্তের মধ্যে।

ঢুকতে না পেরে পাঁচ ঘণ্টা পর ফিরল গাড়ি

উপাচার্যর গাড়ি আটকে বিক্ষোভ টিএমসিপির

স্টাফ রিপোর্টার: দ্বারভাঙা ভবনের একাধিক গেটে তালা দিয়ে বিক্ষোভ দেখানোর পর এবার ক্যাম্পাসে ঢোকার মুখেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্যের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা। সোমবার বিক্ষোভের মুখেও প্রায় পাঁচ ঘণ্টা কাটিয়ে গাড়িতে বসেই কাটালেন অন্তর্বর্তী উপাচার্য শান্তা দত্ত দে। খবর দিয়েছিলেন পুলিশেও। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত রাত আটটা নাগাদ ক্যাম্পাসে ঢুকতে না পেরে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে ফিরে যান তিনি।

সোমবার দুপুরেই শুরু হয় টিএমসিপির উপাচার্যের গাড়ি ঘেরাওয়ের পরিকল্পনা। টিএমসিপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অভিরূপ চক্রবর্তী বলেন, “উনি অবসরপ্রাপ্ত। তারপরেও উনি বেআইনি সিন্ডিকেট বৈঠক করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে মূলত ঘুষপেটিয়া, অনুপ্রবেশকারীর মতো ঢুকছেন। ওনার রিয়াটার করার নথি আমাদের কাছে রয়েছে। উনি পে-রোলে নেই, তা সত্ত্বেও বিশেষ ভাতা নিচ্ছেন, নীলবাতি গাড়ি ব্যবহার করছেন। আমরা ওনাকে কিছুতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে দেব না।” পরিকল্পনা মতোই এদিন দুপুর তিনটে নাগাদ দ্বারভাঙা ভবনের নিকটবর্তী গেটটি দিয়ে উপাচার্যের গাড়ি ক্যাম্পাসে ঢুকতে গেলেই তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। স্লোগান তুলে বিক্ষোভ দেখাতে দেখাতে গাড়ির সামনে বসেই পড়েন বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএমসিপির সমর্থক ছাত্রছাত্রীরা। যদিও তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া নয় বলে দাবি অন্তর্বর্তী উপাচার্য শান্তা দত্ত দে-র। ভিতরে ঢুকতে না পারলেও সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যাননি অন্তর্বর্তী উপাচার্য। সিদ্ধান্ত নেন, গাড়িতেই বসে থাকবেন। তিনি বলেন, “রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এটা করা হচ্ছে। আমি বসেই থাকব। রাজভবনকে জানিয়েছি, জোড়াসাঁকো থানার পুলিশকে জানিয়েছি।” আটটা নাগাদ গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে যাওয়ার পর বলেন, “জোড়াসাঁকো থানার পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল। অনেক পরে এলেও কিছুই করেনি। জোড়াসাঁকো থাকার নিষ্ক্রিয়তার জন্য বিনীত গোয়েলকে পর্যন্ত চিঠি দিয়েছি। তারপরেও কিচ্ছু হয়নি। শেষ পর্যন্ত রেজিস্ট্রার, রাজভবন, আমার আইনজীবী-সকলেই নিরাপত্তার স্বার্থে আমায় চলে যেতে বলেন।” বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সংগঠন কুটার সম্পাদক সনাতন চট্টোপাধ্যায় বলেন, “বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ নষ্টকারী যে কোনও অপচেষ্টার প্রতিবাদ জানাই। তালা ঝুলিয়ে দেওয়া, কখনও ভিসিকে রাস্তায় আটকে রাখা- এগুলো কোনও সুস্থ সংস্কৃতির পরিচয় নয়।”

উপাচার্যর গাড়ি আটকে ছাত্ররা। কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসে। —প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়

চিকিৎসা করাতে আসা বাংলাদেশিরা এপারে চিন্তায়

স্টাফ রিপোর্টার: কলকাতার যেমন পার্ক স্ট্রিট। ঠাটবাট আর আধুনিকতায় ঢাকার ধানমণ্ডি ঠিক ততটাই আধুনিক। সেই ধানমণ্ডির বাসিন্দা রফিকুর আলম ভর্তি কলকাতার পিয়ারলেস হাসপাতালে। সঙ্গে এসেছেন স্ত্রী আর দুই নাবালক ছেলেমেয়ে। রফিকুরের মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার হয়েছে। স্ত্রী ছেলে মেয়ে রয়েছেন পার্ক সার্কাসে আত্মীয়ের বাড়িতে। ঠিক ছিল আগামী সপ্তাহে বাড়ি ফিরবেন। কিন্তু সোমবার সকালে টিভিতে দেশের আপডেট দেখে স্তম্ভিত! কী করবেন বুঝতেই পারছেন না রফিকুরের স্ত্রী। রফিকুর একটা উদাহরণ মাত্র। বাংলাদেশের খুলনা, বরিশাল, কুমিল্লা-সহ বিভিন্ন জেলার রোগী ফি মাসেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে আসেন চিকিৎসার জন্য। স্বাস্থ্যভবনের প্রাথমিক তথ্য বলছে, কলকাতা ও রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে কমবেশি ৩০০ রোগী চিকিৎসাধীন। এঁদের মধ্যে কেউ সবে ভর্তি হয়েছেন। কারও আবার কয়েকদিনের মধ্যেই ছুটি হবে। মানসিকভাবে তৈরি হচ্ছেন বাড়ি ফিরতে। কিন্তু দেশের অবস্থা দেখে শরীর সুস্থ হলেও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন রোগীর পরিজন। রাজ্য স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তা ডা. কৌস্তভ নায়েক বলেছেন, ‘‘শুধু বাংলাদেশ নয়। নেপাল, ভুটান থেকেও কলকাতা তথা রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য রোগী আসেন। ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে কলকাতার উপহাই কমিশনার ঠিক করবেন তাঁরা কীভাবে দেশে ফিরবেন অথবা ভিসার মেয়াদ বাড়ানো হবে কি না।’’ কলকাতার পিয়ারলেস হাসপাতাল বাংলাদেশের রোগীদের কাছে অতিপরিচিত। কয়েক যুগ ধরে বাংলাদেশের রোগীদের চিকিৎসা করছে এই হাসপাতাল। তবে এখন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালেও প্রতিবেশী দেশের রোগীরা আসেন। চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ হয়ে ফিরে যান। পিয়ারলেস হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. সিঞ্চন ভট্টাচার্যর কথায়, ‘‘ফি মাসে নানাবিধ রোগী ভর্তি হন। হাসপাতালের তরফে পড়শি দেশের রোগীর আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। তাদের যদি কোনও প্রয়োজন হয় সাধ্যমতো চেষ্টা করা হবে।’’ তবে সিঞ্চনও বলেছেন, ‘‘গোটাটাই পররাষ্ট্রমন্ত্রক ও উপহাই কমিশনারের মধ্যের বিষয়। আমাদের কিছুই করার নেই।’’ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের হেমাটোলজি অ্যান্ড ব্লাড ট্রান্সফিউশন বিভাগে গত তিন বছর ধরে একটি পরিবার তাঁদের সন্তানের চিকিৎসার জন্য আসেন। হাসপাতালের উপাধ্যক্ষ ডা. অঞ্জন অধিকারীর কথায়, আপাতত তিনজন রোগী ভর্তি আছে। চিকিৎসা চলছে। সুস্থ হওয়ার পর তাঁরাই ঠিক করবেন কী করতে চান? আমাদের কাজ ভিসা ও সংশ্লিষ্ট পরিচয়পত্র দেখে চিকিৎসা করা।’’

গঙ্গায় তলিয়ে গেল ছাত্র

স্টাফ রিপোর্টার, বারাকপুর: বন্ধুদের সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল এক দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে কাঁকিনাড়া জুটমিল গঙ্গার ঘাটে। নিখোঁজ ছাত্রের নাম করন সাউ (১৮)। তার বাড়ি কাঁকিনাড়া ছোট শ্রীরামপুর এলাকায়। এদিন সকালে সে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কাঁকিনাড়া জুটমিল গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে নামে। বন্ধুদের থেকে আলাদা হতেই গঙ্গার জলের টানে সে তলিয়ে যায়। তার সঙ্গে স্নান করতে আসা বন্ধু রাজ সাউ বলেন, “আমরা একদিকে স্নান করছিলাম, করন অন্যদিকে স্নান করছিল। তখন গঙ্গায় জলের টানে ও তলিয়ে যায়। আমরা বাঁচাতে এগিয়ে ছিলাম। কিন্তু পারলাম না।” খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ভাটপাড়া থানার পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এসে গঙ্গায় ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি শুরু করে। যদিও এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত নিখোঁজ ছাত্রের খোঁজ মেলেনি বলেই জানিয়েছে পুলিশ। কাঁকিনাড়া জুটমিল গঙ্গার ঘাটে এসেছিলেন ভাটপাড়া পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর তরুণকুমার সাউ। তিনি জানান, শুনলাম নিখোঁজ ছাত্র ভালো সাঁতার জানত না।

আজ জল বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার, হাওড়া: আজ ৬ আগস্ট মঙ্গলবার ও আগামীকাল ৭ আগস্ট বুধবার সকাল ৬টা পর্যন্ত হাওড়া পুরসভার সবকটি ওয়ার্ডে পুরসভার সরবরাহ করা জল বন্ধ থাকবে। পুরসভার তরফে বলা হয়েছে, পুর এলাকার বিভিন্ন স্থানে পানীয় জল সরবরাহকারী পাইপ লাইনে জরুরিভিত্তিতে ছিদ্র ও মেরামতের প্রয়োজন। সেজন্যই মঙ্গলবার দুপুর ২ টো থেকে বুধবার ভোর ৬ টা পর্যন্ত পুরসভার সবকটি ওয়ার্ডে জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে। বুধবার ভোর ৬ টায় পুনরায় জল সরবরাহ স্বাভাবিক হবে বলে পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে।